একটি প্রেমের আত্মকাহিনি

আরেফিন পাহলভি

উসৎর্গঃ
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুজন মা কে লেখাটা উৎসর্গ করলাম। মা দু'জনের একজন হলেন আমার নানি আর একজন আমার স্ত্রী।

খুঁদে ভুমিকাঃ
এখন রাত ৩টা ১০। অনেক ক্ষণ ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হলাম। বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে খেলতে খলেতে এই লেখার প্লটটা আমার হার্ড ড্রাইভ এ এসে ভিড় করলো। আমি হুমায়ুন আহমেদ টাইপ লেখক না যে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটার মত মাথা থেকে গল গল করে লেখা বের হবে। বরং আমার টাইপ টাকে আগ্নেয়গিরির সাথে তুলনা করে চলে। লাভার মত প্রচন্ড শক্তি নিয়ে ঝড়ে শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া আমার আর একটা সমস্যা হচ্ছে "থট ব্লক"। লেখাটা হারিয়ে যাবার সমুহ সম্ভাবনা আছে - তাই গভীর রাতেও লেখাটা মাথা থেকে ডাউনলোড করছি। আর একটা কথা, সাধারনত ছোট গল্পের কোনো উৎসর্গ বা ভুমিকা বেমানান। কেজুয়াল লেখক হিসেবে এটা আমার প্রথম আত্তপ্রকাশ তাই এই দুইটি অংশ জুড়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলামনা। আশা করি পাঠক ও ভবিষ্যত লেখকদের ভাল লাগবে।

আমার জীবনে জখন প্রথম প্রেম আসে তখন আমার বয়স ১০। পাঠকদের হয়তো একটু ঝাকুনি লাগতে পারে। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন এই ইঁচড়ে পাকা কেজুয়াল লেখকের লেখাটা না পড়াই ভাল। আপনার সিদ্ধান্ত যাই হোক সত্য কথা হচ্ছে যে, প্রথম প্রেমে পড়ি ১০ বছর বয়সে। যে তরুনি সেই বয়সে আমার মাথা আউলা করে দিয়েছিল সে ছিল আমার চেয়ে ৫/৭ বছরের বড়। কোনো কোনো পাঠকের মনে হয়ত আমার প্রতি আরোপিত বিশেষনটার লেভেল এখন কঠিন রূপ নিয়েছে। তাদের কাছে আমি হয়ত এখন একজন ত্যাদর প্রকৃতির লেখক। যা হোক, প্রথমত কাঁচা বয়স আর দ্বিতিয়ত "থাপ্পর" খাবার আশংকায় আমার সেই প্রেম অব্যাক্তই রয়ে গেল। পৃথিবীর প্রথা আর রিতিনিতি যদি সেই মেয়েকে ঠিকমতো বরন করে থাকে তাহলে এখন হয়তো তার বয়স হবে ৪০ বা ৪২। সেই হিসাব অনুযায়ি তার বিশ্ববিদ্যালয় মুখি সন্তানদের জীবনে হয়তো প্রেম আসি আসি করছে।

বয়সের সন্ধিক্ষন যখন আমার দরজায় কড়া নাড়ছে তখন আমি ভালবাসার জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির যে মেয়েটিকে রোজ দেখতাম সে হচ্ছে আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রেম। প্রতিদিন বিকেলে মেয়েটি তাদের ছাদে আসত আর আমিও "ছাদ অভিসার" এ

যেতাম, যদিও সেই অভিসার টা শুধু আমার তরফ থেকেই ছিল। প্রথমবার প্লেনে উঠার মত উত্তেজনা অনুভব করতাম সেই সময়। এ যেন ছাদে উঠা নয় প্রতিদিন প্লেনে ওঠা। আমি আমার নানার বাড়িতে মানুষ হয়েছি। আমার মামা খালারা সেই মেয়েটির বাবাকে চাচা ডাকতো। সেই সুত্রে মেয়েটি আমার খালা। খালাকে মনে মনে ভালবাসার সাহস থাকলেও সেটা জন সম্মুখে প্রকাশ করার মত মানসিক বল আমার ছিলনা। তাই আমার one way প্রেমের প্রকাশ ঘটতো প্রতিদিন প্লেনে ওঠার স্বপ্ন আর প্লেন থেকে নামার দুস্বপ্নের মাধ্যমে। দৌড়ে মসজিদে যাবার মোল্লাদের মতই আমার দৌড় ছিল ছাদে গিয়ে তাকে একবার দেখা। এভাবে অনেকদিন স্বপ্নযানে ভ্রমন করার পর কোন কুল কিনারা না পেয়ে সেটাকে lost project ধরে নিয়ে খান্ত হই। শেষ যখন তাকে দেখি তখন সেটা ৯৫/৯৬ এর কথা। মিরপুরবাসি কোন এক সুপুরুষ আমার সেই স্বপ্নের নারীকে বিয়ে করে আমার খালু হলেন। এখন হয়ত তার ছেলে মেয়ের দরজায় বয়সের সন্ধিখন তার আগমনী বারতা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সেই one way প্রেমের স্মৃতি নিয়ে আমার হৃদয় যখন ভারি তখন আমার মামার বিয়ে হয়। একজন প্রকৃত দিচারিনির মতই আগের প্রেমের রেশ আর আশা হৃদয়ে থাকাকালিন অবস্থায় যে আমাকে নতুন করে ঝাকুনি দিল সে ছিল আমার মামী পক্ষের একজন। প্রথম দর্শনে প্রেম কথাটা আমার ক্ষেত্রে খাটেনা - কারন যাকেই দেখি তার ই প্রেমে পড়ে যাই - তাই "প্রতি দর্শনেই প্রেম" কথাটা হয়ত আমার জন্য বেশী সত্যি। যা হোক সেই ঝাকুনিওয়ালির খোজ খবর নিতে শুরু করলাম। খুঁজে পাওয়া গেল সেই মেয়ে আমার মামীর বড় ভাই এর স্ত্রীর ছোট বোন। মামীর ভাবী মামী আর তার বোন খালা - আবার সেই সামাজিক সমিকরণ বাধ সাধলো। কোন কোন পাঠক হয়ত আমার পদবিটাকে এবার ত্যাদর থেকে লুচ্চা লেভেলে নিয়ে গেছেন। তা আপনারা সেটাকে যেই লেভেলেই নেন না কেন আমি যার প্রেমে পড়ি সে যদি সমিকরণ এর প্যাচে পড়ে আমার খালা বা ফুপু গোত্রের কেউ হয়ে যান সে ক্ষেত্রে আমাকে দোষি না করে আমার ভাগ্য কে দোষি করতে পারেন। যা হোক আমার বিগত দ্বিতিয় প্রেমের মতই এবারও আমি নিশ্চুপ দর্শকের মত আমার হৃদয়ের one way destination অবলোকোন করলাম। ফুটবল, ক্রিকেট বল, টেনিস বল, বাস্কেট বল নিয়ে খেলার দিনগুলির যবনিকা প্রান্তে আমার "বুকের বল" এল কিন্তু সেই বলে পাম্প কম থাকায় সাহস করে এগুতে পারলাম না। তবে কোন এক অজানা কারনে সেই মেয়েটার সাথে সক্ষতা হল, কথা হল, "বন্ধু সুলভ ভাব" হল। কোন না কোন কারনে প্রকৃতি আমাদেরকে প্রতি বছর ৪ বা ৫ বার দেখা করিয়ে দিতেন। গত প্রেমের মতই এই প্রেমকেও "lost project" টাইটেল দিয়ে মেয়েটার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখলাম। মোল্লার দৌড় এবার মাদ্রাসা পর্যন্ত গড়িয়ে সেটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌছাল। মেয়েটির সাথে বান্ধবিক স্বম্পক নিয়ে আমি নিজেই মোহিত। ভাবলাম "চালিয়ে যাও তোমার হবে"। যে বছর আমার দ্বিতীয় জন মিরপুরবাসির ঘর আলোকিত করল সে বছর ৩য় জনের সাথে আমার শেষ দেখা। মাঝখানে কয়েক

বছর যোগাযোগ ছিলো না। একদিন একটি অনুষ্ঠানে সেই মেয়েটি তার ৩ বছরের কন্যাকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, "তিন্নি মামাকে সালাম দাও"। আমি সান্ত শিস্ত মামার ভুমিকায় অবতির্ন হয়ে সালাম নিলাম আর দীর্ঘশাস ফেললাম। আমার হিসাব মত তিন্নির বয়শ এখন ১৬। এখন হয়ত আমার মতই অন্য কোন এক ভাগ্নে "তিন্নি খালা" কে দেখে ম্নত্র মুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে।

পর পর দুটি No through road দিয়ে ভ্রমনের ব্যর্থতার পর মুখ থুবড়ে পড়া আমার One way love train এখন আরো বেশী সতেজ। সে এখন experienced. হৃদয়ের দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়ে অবস্থিত হ্যাজাক বাতিগুলি এখন ফুল recharged. অতিতের তিনটি ব্যর্থতা তাদেরকে বিন্দু মাত্র দমন করতে পারেনি। বরং Negative feedback mechanism এর আশির্বাদে তারা তদের লাইট এর পাওয়ার high beam এ উঠিয়ে দিয়ে পুরো উদ্দমে নতুন মুখ সন্ধান করে বেরাচ্ছে । ঠিক সেই চরম মুহুর্তে আমার চাচাতো বোন এর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সুবাদে পরিচয় হল আমার দুলাভাই এর বোন এর সাথে । সোনা পুড়লে খাঁটি হয় কথাটি যিনি বলেছেন তিনি সোনা শব্দটির পরে "ও হৃদয়" শব্দটি জুড়তে ভুলে গেছেন। আমার পোড় খাওয়া খাঁটি হৃদয় এখন আরো পুর্নাঙ্গ রূপ ধারন করল। দুইবার sorry তিনবার মুখ থুবড়ে পড়া আমার love train এবার হিট করল আমার চাচাতো বোনের ননদ কে। এবার আমার বুকের বলে এ যথেস্ট পাম্প থাকার সুবাদে প্রস্তাব করে বসলাম। আমার প্রস্তাব তার হৃদয়ে স্বপ্নের বাসা বুনতে শুরু করল। জমিয়ে প্রেম করছি, ফোনে কথা, চিঠি আদান প্রদানের পাশা পাশি যুক্ত হল বই, কলম, রুমাল, গোলাপ ও ক্যাসেট। কিন্তু বাধ সাধলেন আমার বাবা। আমার "কাচমিঠা" মনের কাছে যেটা valid, তাকে invalid ঘোষোনা করে আমার typical station master type এর বাবা আমাকে red signal দেখিয়ে দিলেন। আগের ষ্টেশনে ওঠা আমার চির পরিচিত যাত্রিনীকে গন্তব্য পযন্ত নিয়ে যেতে পারলাম না। বাবার আদেশে তাকে হৃদয়ের first class বগি থেকে নামাতে বাধ্য হলাম এবং বাধ্য সন্তানের মতই ৯০ দশকের গোড়ার দিকে বাবার সাথে তার বিয়েতেও গেলাম। reception desk এ এক জন জিজ্ঞেস করলো, "কি নাম লিখব?" বলতে ইচ্ছা করছিলো "লিখুন, কনের জামাই"। আমার অন্য প্রেমিকাদের মত এই মেয়েটির ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। শেষ খবর পাওয়া পযন্ত বিয়ের এক বছর পর তার divorce হয়ে যায়। যতদুর জানি, সে এখন তার মা-বাবার সংসারেই আছে। যে কোন কারনেই প্রকৃতি তাকে এই শাস্তি দিক না কেন আশা করি শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র তার জীবন আলোকিত হবে।

কাচা-কাচা, কাচা-পাকা, পাকা-পাকা ইত্তাদি বিভিন্ন স্তর পার করে আমার হৃদয় তখন "পাক্কা" প্রেমিক। versity জীবনের প্রথম বছরের দ্বিতিয় দিন। আমার love train আবার ঝাকুনি খেল। ঝাকুনিওয়ালি আমারই সহপাঠিনি। expert হৃদয় আর old

experience নিয়ে সব কিছু উপেক্ষা করে বলে বসলাম I love you. আমার opponent party আমার সংলাপের সাথে একমত হয়ে সেই মহা পবিত্র সর্বজন বিদিত বাক্যের শেষে too যোগ করলো। ক্লাশের মাঝে খুটুর খুটুর প্রেম ভালই লাগছিল। এবার বাধ সাধল আমার প্রেমিকা নিজেই। মেয়েটি অন্য একটি ছেলেকে ভালবাসতো। তার ফ্যামিলি সেটাতে নারাজ, তাই আমার প্রস্তাব তার কাছে ছিল একটা আড়াল ঘরের মত। আমি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের হওয়াতে তাতে তার ফ্যামিলি বাধা দেবেনা বলে সে আমার ভালবাসাকে ব্যবহার করলো। শুধু সে ও তার আসল প্রেমিক ছাড়া আর বাকি সবাই জানতো আমরা soul mate. কিন্তু যখন তার আসল soul mate এর খবর আমার কাছে ফাস হয়ে গেল তখন আমার love train চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। তাকে সরাসরি বললাম "আমি তোমাকে পাগলের মত ঘৃনা করি"। এই কথাটার স্বাভাবিক version টা সব সময় মুখে থাকত, তাই সেই টলয়মান মুহুরতে অন্য কোনো কথা মাথায় আসেনি। বেশ কিছুদিন সমই লাগল তাকে ছাড়তে আর আরো বেশ কিছু মাস সময় লাগলো তাকে ভুলতে। যতদুর জানি সে আমাকে তো নয়ই তার soul mate কেও বিয়ে করেনি। করেছে ৩য় একজন কে এবং বহাল তবিয়তেই আছে। এখন হয়ত পাঠিকারা একটু দ্বিধাতে পড়ে গেছেন, নিজের গোত্রের একজনের জন্য অশ্লিল কিন্তু ভাল মানে "ভাল অশ্লিল" পদবি খুঁজছেন। আর পাঠকরা হয়তো ইতিমধ্যে যথপোযুক্ত নাম পেয়ে সেটা মনের অজান্তে উচ্চারনও করে ফেলেছেন। শেষ যখন তার সাথে আমার দেখা হয় তখন তার দ্বিতিয় মেয়ের বয়স ১ বছর। ধারনা করছি তার বড়মেয়ে হয়তো এখন ক্লাস ৩/৪ এ পড়ে।

ছেকামাইসিন এর provisional period পার করে এক রমনির সাথে আমার পরিচয় হয় একটা খুদে শিক্ষালয়ে, ইংলিশে যাকে coaching centre বলে। হ্যা ঠিক ধরেছেন - আমি ছিলাম তার শিক্ষক। ছাত্রীকে পরিপুর্ণ শিক্ষা দেবার কাজটা আমি কিন্তু ভালোই করেছি। সেই রমনির সাথে প্রথমে পরিচয়, তারপর প্রনয়ের ধাপগুলো পার করে শেষ অব্ধি তাকে আমার নিয়তির সাথে বাধলাম। ঠিক এই মুহুরতে সেই রমনিকে লুকিয়ে লেখাটা লিখছি। অদ্দ্যাবধি এটই আমার জীবনের শেষ প্রেম। গত ১০ বছর ধরে আমার love train টা এই রমনির বুকের terminal এ থেমে আছে।

পাঠক বা পাঠিকারা আমাকে যেই নামই দেন না কেন আমি কিন্তু আমার প্রেমিকাদের প্রতি খুব loyal. তাদের সাথে আমার সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক আমি কিন্তু নিজেকে তাদের অবস্থা ও অবস্থান এর বেপারে আপডেট করেছি। সেই হিসেব করলে আজকাল আমার মত লয়াল প্রেমিক পাওয়া শুধু কষ্টই না, দুসাদ্ধ ও বটে।

প্রেম বা ভালবাসা, এই বস্তুটার একটা দারুন সঞ্চারনি শক্তি আছে। অনেক কিছুই শেষ হয়ে যায়, প্রেম বা ভালবাসা কিন্তু শেষ হয়না। একটি মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ফুরিয়ে যায়, মাথার চুল ফুরিয়ে যায় বা বয়সের সাথে তার রঙ বদলায়, দাঁত

পড়ে যায়, সাস্থ্য ফুরিয়ে যায়, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিত্ত সব শেষ হয়ে গেলেও, প্রেম কিন্তু শেষ হয় না। তাই একজন মৃত্যু পথ যাত্রি মানুষ ও আশা করে বাচার জন্য, আর একটু ভালবাসা দেবার বা নেবার জন্য। মানুষের জীবনে ভালবাসা শুধুই স্থান পরিবরতন করে - মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু-বান্ধব, প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনি হয়ে কারো কারো ক্ষেত্রে সেটা পুতি পর্যন্ত গড়ায়। ভালবাসা তা যে দিকেই সঞ্চারিত হোক না কেন, সে তার নিজস্ব রূপেই অবস্থান করে, আবার, কখন কার প্রতি ভালবাসা কমে গেলেও, সে আন্য কারো ওপর সঞ্চারিত হয় - তবে তার গতি থাকে চলমান। মাতৃ গর্ভে একটি নতুন ভ্রুন জন্ম নেবার সাথে সাথে একটি ভালবাসা জন্ম নেয়। আর সেই ভালবাসা প্রবাহিত হতে থাকে অনন্ত কাল ধরে। ভালবাসা নিয়ে যা করা হোক না কেন তা অমর হয়ে থাকবেই। বড় বড় মনিষিরা মহৎ কাজের মধ্য দিয়ে তাদের ভালবাসাকে সমস্ত পৃথিবির মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আমরা সাধারন মানুষ আমাদের ভবিস্যৎ বংসধরদের মাধ্যমে আমাদের ভালবাসা কে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে দুনিয়ার প্রথম মানব যে ভালবাসা নিয়ে এই দুনিয়াতে এসেছেন সেই ভালবাসা আজও সঞ্চারিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে আমাদের সবার মাঝে।